মোহনীয় মোনালিসা

ফরিদ আহমেদ

পৃথিবীর তাবৎ রমণীকূলের মধ্যে মোনালিসার মতো এতো প্রচার, প্রচারনা এবং ভালবাসা বোধহয় আর কেউ পায়নি। জনপ্রিয়তার দিক থেকে ভিঞ্চির এই মানস সুন্দরী ম্লান করে দিয়েছে অনেক বাঘা বাঘা হলিউড সুন্দরীদেরকে। যৌবনের কোন না কোন সময় মোনালিসার প্রেমে পড়েনি এমন পুরুষ খুঁজে পাওয়া রীতিমত বিরল। মোনালিসার কৌতুকপ্রিয় চোখ আর ঠোটের কোনে ঝুলে থাকা এক টুকরা রহস্যময় হাসি অনেকে যুবকেরই রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। শত শত বছর ধরে মোনালিসার হাসির রহস্য উদঘাটনে ব্রতী হয়েছে অসংখ্য কবি শিল্পী এবং সাহিত্যিকেরা। তা সত্ত্বেও রহস্যময়ী মোনালিসার রহস্যময় হাসি রয়ে গেছে রহস্যের অন্তরালে। যুগে যুগে বিপুল সংখ্যক গবেষনা, সাহিত্য, কাব্য আর সঙ্গীত রচিত হয়েছে মোনালিসাকে ঘিরে। প্রেমিকেরা তাদের প্রেয়সীর মধ্যে খুঁজে পেতে চেয়েছেন ভূবনমোহিনী অপরূপা মোনালিসাকে। প্রেমিকার রসালো ঠোটে আবিস্কার করতে চেয়েছে মোনালিসার অপার রহস্য রহস্য, চোখের গভীরে পেতে চেয়েছে মোনালিসার অনন্য ঝিকিমিকি কৌতুক। সে কারণেই বোধহয় সব যুগেই পুরুষেরারা তাদের স্বপ্নচারিনীদের তুলনা করে এসেছে মোনালিসার সাথে। মোনালিসা হয়ে উঠেছে সৌন্দর্য আর রহস্যময়তার প্রতীক হিসাবে।

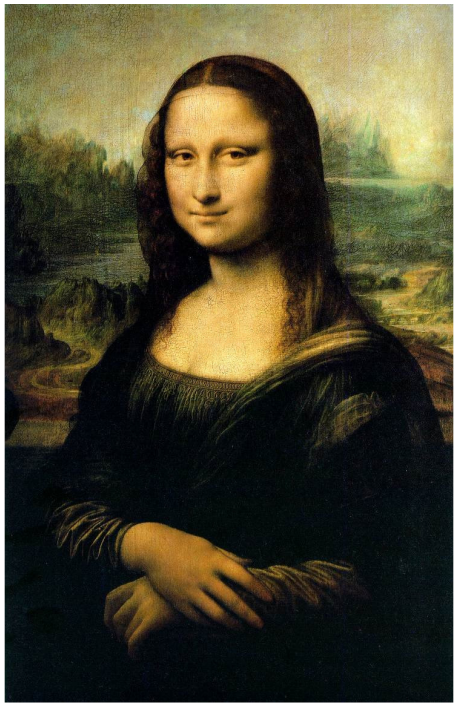

চিত্র ১: লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা মোনালিসা

কি আছে পাঁচশো বছর আগে ইতালীয় রেঁনেসার শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা মোনালিসার মধ্যে যে যার কারণে তাকে নিয়ে এতো উন্মাদনা, এতো আগ্রহ, এতো ভালবাসা, এতো প্রচার? এ রহস্যেরও সমাধান কেউ দিতে পারেনি এখন পর্যন্ত। শত শত পন্ডিত, গবেষক এবং ঐতিহাসিকেরা পৃথিবীর দূর দূরান্তের লাইব্রেরীতে গিয়ে পুরনো দলিলপত্রে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন মোনালিসার রহস্য উদ্ধার করার জন্য।

রহস্য এবং গোপনীয়তায় আচ্ছন্ন এই প্রতিকৃতিটি আকা হয়েছে ৭৭x৫৩ সেন্টিমিটার বৃহৎ পপলার প্যানেলে। এতে কোন স্বাক্ষর ছিল না এবং কোন তারিখও দেয়া নেই। লিওনার্দোর অন্য সব ছবির ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে সেগুলোর স্কেচ বা ছবিটি সম্পর্কে কিছু বর্ণনা লিওনার্দো তার নোটবুকে লিখে রেখেছেন। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার হাজার হাজার পৃষ্ঠার নোটবুকে মোনালিসা সম্পর্কে একটি লাইন বা কোন স্কেচ পাওয়া যায় নি। ঐতিহাসিকেরা মোটামুটি একমত যে, লিওনার্দো তার শেষ বয়সে মোনালিসা এঁকেছেন তবে ঠিক কত সালে মোনালিসা আঁকা হয় সে বিষয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে ১৫০৬ সালে মিলানে ফিরে আসার আগ ফ্লোরেনসে আঁকা হয়েছে। আবার অন্যেরা দাবী করেন যে ছবিটি হয়তো ফ্লোরেনসে আঁকা শুরু হয়েছে কিন্তু শেষ হয়েছে কয়েক বছর পর মিলানে। শুধু কোন সময়ে আঁকা হয়েছে তাই নয়, ঐতিহাসিকেরা এটাও জানারও চেষ্টা করেছেন যে কেন লিওনার্দো এই প্রতিকৃতিটি আঁকতে গেলেন। কেউ কি তাকে এটা করে দিতে বলেছিল? যদি তাই হয়, তবে কে সে? লিওনার্দো তার অন্য সব চিত্রকর্মই বায়নাকারীদের দিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু মোনালিসার ক্ষেত্রেই তার একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেছে। তিনি এটাকে তার সাথেই রেখে দিয়েছিলেন দীর্ঘদিন। কেন এটা বায়নাকারীকে কখনোই দেওয়া হয়নি? এই সমস্ত প্রশ্নের কোন সদুত্তর এখনো পাওয়া যায়নি।

চিত্র ২: লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

আদিতে এই ছবিটি এখনকার তুলনায় আকৃতিতে বেশ খানিকটা বড় ছিল। ছবিটির দুইপাশের দু'টো কলাম বা পিলার কেটে ফেলা হয়েছে। একারনেই এখন ছবি দেখে সহজেই বোঝা যায় না যে মোনালিসা আসলে টেরাসে বসে ছিল।

আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া এবং মোনালিসার কিছু কিছু অংশ পরবর্তীতে রং করার কারণে বর্তমানে ছবিটির অনেক আনুসঙ্গিক বিষয়ই দৃশ্যমান নয়। তা সত্ত্বেও ছবিটির মূল বৈশিষ্টসমূহ ঠিকই অক্ষুন্ন রয়েছে।

মোনালিসা সেই সময়ের জন্য ছিল অনন্যসাধারণ । যারা মোনালিসা দেখেছেন তাদের কাছে মনে হবে যেন কোন প্রতিকৃতি নয়, পুরোপুরি জীবন্ত এই মহিলা। ঠোটের কোনে রহস্যময় এক চিলতে হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে দর্শকের দিকে। ক্ষণে ক্ষণে আবার এই হাসির রূপও বদলে যায়। কখনো এই হাসিকে মনে হয় নিস্পাপ, বর পবিত্র আবার কখনো বা মনে হয় বিদ্রুপ করছে আশেপাশের সবাইকে। আবার কখনো বা মনে হয় কোন হাসিই নেই তার ঠোটে। জীবন্ত কাউকে যে পুরে রাখা হয়েছে ক্যানভাসে। এক্ষুনি হয়তো বের হয়ে আসবে ক্যানভাস ছেড়ে। আর দশটা জীবন্ত মানুষের মতই মনে হয় যেন তার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। সে কি চিন্তা করছে বা তার অনুভূতি কি তা বলা মহা দুঃসাধ্যের কাজ। সে কি আনন্দিত নাকি বিষাদগ্রস্থ, ধূর্ত নাকি সহজ সরল, শান্ত সমাহিত। নাকি পারিপার্শ্বিক সব কিছু থেকে উদাসীন কোন নারী? যারাই মোনালিসার ছবি দেখেছেন তারা কেউই একমত হতে পারেননি। প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মোনালিসার মেজাজ মর্জিকে ব্যাখ্যা করেছেন।

ফুমাটো (Sfumato) কৌশল

ভিঞ্চি তার এই পোর্ট্রেটে যে কৌশলে এই রহস্যময়তা এনেছেন তাকে বলা হয় ফুমাটো কৌশল বা পদ্ধতি। এই ইটালিয়ান শব্দটির মানে হচ্ছে ধোঁয়াশা বা ঝাপসা। তার সময়ের অন্যান্য শিল্পীরা যেখানে সুস্পষ্ট বহির্রেখা ব্যবহার করতেন সেখানে ভিঞ্চি এই ক্ষেত্রে তার বিপরিতটা করেছিলেন। মোনালিসার দেহের প্রান্তসীমাসমূহ, তার সামগ্রিক মুখমন্ডল, হাতদ্বয় এবং কাপড়ের রয়েছে হালকা প্রান্তসীমা। এই প্রান্তসীমাসমূহ ঘিরে থাকা আলো বা ছায়ার মধ্যে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গেছে। আলো এবং ছায়ার মধ্যে অদৃশ্য উত্তরন, কখনো কখনো বিভিন্ন রং এর কোন দৃশ্যমান চিহ্ন ছাড়াই একের সাথে অন্যের মিশে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি সবকিছুকেই ধোয়ার মত মিশিয়ে দিয়েছেন তিনি কোন প্রান্তসীমা ছাড়াই। যে কোন প্রতিকৃতির অভিব্যক্তি মূলত নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপর, মুখের এবং চোখের প্রান্ত। কিন্তু মোনালিসায় লিওনার্দো সচেতনভাবেই এই দু'টি জায়গাকেই হালকা ছায়ার সাথে অন্তলীন হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে অস্পষ্ট করে রেখেছেন। একারনে আমরা কখনোই নিশ্চিত না যে মোনালিসা কোন মেজাজে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার অভিব্যক্তি সবসময়ই দর্শককে বিভ্রান্তির মধ্যে রেখে দেয়। তবে শুধুমাত্র অস্পষ্টতাই এই এফেক্ট তৈরি করেনি। এর পিছনে আরো অনেক কিছুই আছে। লিওনার্দো অত্যন্ত দুঃসাহসী একটা কাজ করেছিলেন যা শুধুমাত্র তার মত অসম্ভব প্রতিভাবানরাই করতে পারে। মোনালিসাকে খুব ভাল করে খেয়াল করলে

দেখা যাবে যে এর দুই পাশ পুরোপুরি মেলে না। এটা সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান পটভূমিকার স্বপ্নিল প্রাকৃতিক দৃশ্যে। বাম দিকের দিগন্ত রেখা ডানদিকের দিগন্ত রেখার তুলনায় অনেক নিচে। ফলে, আমরা যখন ছবিটির বা দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তখন মোনালিসাকে মনে হয় বেশ কিছুটা লম্বা। এ ছাড়া খেয়াল করলে দেখা যাবে যে মোনালিসার এক চোখ আরেক চোখের তুলনায় সামান্য উচুতে অবস্থিত। এই পরিবর্তনের ফলে এবং তার তার মুখের দুইপাশ না মেলার কারণে তার মুখচ্ছবিও পালটে যায় বিভিন্ন কৌনিক অবস্থান থেকে দেখার সময়। আলো এবং ছায়ার সচেতন ব্যবহার ছাড়াও মোনালিসার অবস্থান নিয়েও লিওনার্দো বেশ যত্নশীল ছিলেন। মোনালিসার শরীর সামান্য কাত হয়ে আছে। হাত দূটো হালকাভাবে বাহুর উপরে রেখে সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বসে আছে সে। শক্ত বা কঠিন হয়ে পোজ দেওয়ার চেয়ে সহজ স্বাভাবিক ভংগিতে তিনি চেয়েছিলেন মোনালিসাকে আঁকতে। মেরী রোজ স্টোরি (Mary Rose Storey) মোনালিসার এই ভংগিমা নিয়ে লিখেছেন,

> 'লিওনার্দোর সময়ে মোনালিসার এই ভংগিমা নতুন আবিস্কার হিসাবেই বিবেচনা করা হত এবং ব্যাপকভাবে অনুসৃত হত। এটা ছিল চিরায়ত ভংগিমা contrapposto-র পরিমার্জিত সংস্করন। contrapposto শব্দটি ইটালিয়ান। এর মানে হচ্ছে এমন একটি ভংগিমা যেখানে শরীরের এক অংশ অন্য অংশের বিপরীত দিকে বাঁকানো থাকে।'[1]

লিওনার্দো মোনালিসা প্রতিকৃতিটি আঁকা শুরু করেন ১৫০৩ সালে। পরবর্তী চার বছর তিনি এর উপর বার বার কাজ করেন। ১৯০৭ সালে লিওনার্দো যখন ফ্লোরেন্স ছাড়েন তখন তিনি ছবিটি তার সাথে করে নিয়ে যান। অনেকেরই ধারণা যে যেহেতু ছবিটি সম্পূর্ণ হয়নি তাই লিওনার্দো এটিকে তার সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কারো কারো মতে অবশ্য যে, লিওনার্দো ছবিটিকে এতো ভালবাসতেন যে তিনি এর সঙ্গ ছাড়তে পারেননি।

১৫১৬ সালে ছবিটি সাথে নিয়েই লিওনার্দো ফ্রান্সে আসেন। রাজা ফ্রান্সিস I তার এ্যামবোয়েসের দূর্গের জন্য ছবিটি কিনে নেন। পরবর্তীতে ফাউন্টেইনব্লো, প্যারিস, ভার্সেই ঘুরে অবশেষে মোনালিসা এসে পড়ে লুডউইগ XIV এর সংগ্রহশালায়। ফরাসী বিপ্লবের পর ল্যুভর মিউজিয়ামে এর নতুন আবাস গড়ে উঠে। মোনালিসার প্রেমে মত্ত নেপোলিয়ান সেখান থেকে একে নিয়ে যান তার শোবার ঘরে। নেপোলিয়ানের পতনের পর মোনালিসা আবার ফিরে যায় তার পুরনো ঠিকানা ল্যুভরে।

কেউ কেউ মনে করেন যে মোনালিসা কোন একক মহিলার প্রতিকৃতি নয়, বরং অনেক মহিলার সুচতুর সমন্বয়, সমগ্র নারী জাতির প্রতীক। অন্যদের মতে এটা ড্রাগের প্রভাবযুক্ত ভিঞ্চির কোন পুরুষ মডেলের ছবি। আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, মোনালিসা কোন প্রতিকৃতিই নয়, বরং ভিঞ্চির অসাধারণ কল্পনার রূপমাত্র। কেউ কেউ আবার একে ভিঞ্চির মায়ের প্রতিকৃতি বলেও রায় দিয়েছেন।

লিওনার্দো বক্রতলে আলোর কারুকাজ নিয়ে অতি উৎসাহী ছিলেন। রেশমী আচ্ছাদন, মোনালিসার চুল, তার ত্বকের উজ্জ্বলতা, সবকিছু তৈরি হয়েছে স্বচ্ছ রং এর অতি পাতলা আস্তরন দিয়ে। এর ফলে মনে হয় মোনালিসার মুখে ফুটে উঠেছে উজ্জ্বল আভা, ছবিটি পরিনত হয়েছে যাদুকরী গুণসম্পন্ন অতি উচ্চমার্গীয় শিল্পকর্মে। কুজিন (Cuzin) এ সম্পর্কে বলেন যে,

> 'আজকের শিল্প সময়ালোকেরা ছবিটির রহস্যময়তা এবং সুসমন্বয়তার উপর বেশি নজর দেন। কিন্তু প্রথমদিককার শিল্প ঐতিহাসিকেরা এর অসাধারণ বাস্তবতার প্রতি বেশি জোর দিয়েছেন, বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন হাস্যময় অধর এবং উজ্জ্বল চোখের কথা।'[2]

গিওর্গিও ভাসারি (Giorgio Vasari) তার দা ভিঞ্চির জীবনিগ্রন্থ 'Lives of the Painters' এ লিখেছেন,

> 'মোনালিসাকে মনে হয় না যে আঁকা হয়েছে। বরং রক্তমাংসের প্রকৃত মানবীই মনে হয় তাকে। খুব কাছাকাছি থেকে কেউ যদি তার কণ্ঠার দিকে তাকিয়ে থাকে তবে সে হলফ করেই বলতে পারবে যে মোনালিসা শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে।'[3]

লিওনার্দোর ছবির এই বাস্তবতা এসেছে তার বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষন থেকে। মানব এনাটোমীর উপর পরীক্ষা-নীরিক্ষা থেকে তিনি আকৃতির গানিতিক সিস্টেম এবং পারসপেক্টিভ আবিস্কার করেছিলেন। এই পারসপেকক্টিভই তিনি ব্যবহার করেছিলেন মোনালিসার ক্ষেত্রে। মোনালিসার শরীরের তুলনায় মাথা এবং চোখ কিছুটা বেশি ঘোরানো ছিল দর্শকের দিকে। ভিঞ্চি সাবজেক্ট এবং পটভূমিকার অবজেক্ট এর পার্থক্যও পর্যবেক্ষন করেছিলেন এবং মোনালিসার পটভূমিকায় গভীরতার বিভ্রম তৈরি করার জন্য এরিয়াল পারসপেক্টিভ ব্যবহার করেছিলেন। কোন বস্তু দুরত্বের দিক থেকে যত দূরে থাকবে তার স্কেল তত ছোট হবে, রং যত অনুজ্জ্বল হবে বহির্সীমা তত অস্পষ্ট হবে।এ বিষয়ে কুজিন বলেন,

> 'লিওনার্দো, আকাশ, মাটি, বায়ুমন্ডল এবং আলো নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। কাজেই তার এপ্রোচ ছিল বৈজ্ঞানিকের মত কিন্তু তিনি অসাধারণ শৈল্পিক এবং সুচারুরুপে একে পরিনতি দিয়েছিলেন তার চিত্রকর্মে। একই চিত্রকর্মে আমরা কোমল অঞ্চল যেমন মেঘ থেকে চলে যেতে পারি চরম জটিলতায় এবং চমৎকার ডিটেইলসে। উদাহরনস্বরুপ, মোনালিসার পোশাকের গলার কাছে সূক্ষ্ম পরস্পর বিজড়িত এমব্রয়ডারি রয়েছে। এগুলোর বিভিন্ন এলাকার বৈসাদৃশ্য এমন এক ধরনের প্রাঞ্জলতা তৈরি করেছে যা চিত্রকর্মে বিরল। সবকিছু মিলে মোনালিসা এতই স্বাভাবিক এবং এতই পরিচিত যে, আমরা ভুলেই যায় যে এটা ষষ্টদশ শতাব্দীর শুরুতে এই চিত্রকর্মটি কি অসাধারণ আবিষ্কার ছিল।'[4]

ভাসারি তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, লিওনার্দোর সময়েই দূর দূরান্ত থেকে শিল্পীরা তার স্টুডিওতে ভিড় জমাতো মোনালিসাকে পর্যবেক্ষন করার জন্য। তরুন শিল্পী রাফায়েল লিওনার্দোর সৃষ্টিকর্ম দিয়ে এমনই আচ্ছন্ন ছিল যে সে নিজেও মোনালিসার আদলে বেশ কিছু প্রতিকৃতি একে ফেলেছিল। এদের মধ্যে আবার কয়েকটির মোনালিসার সাথে দারুনভাবে সাদৃশ্যও ছিল। তবে বলতেই হয় সেগুলোতে দা ভিঞ্চির মাষ্টারপিসের নাটকীয়তা অনুপস্থিত ছিল।

রহস্যময় হাসি

পাঁচ শতাব্দী ধরে লোকজন মোনালিসার হাসিকে দেখে চলেছে চরম বিস্ময় নিয়ে, বিহ্বলের মত। পৃথিবীর সমস্ত রহস্যের আধার যেন তার হাসি। এই মনে হবে মোনালিসা হাসছে, পরক্ষনেই দেখা যাবে সে হাসি মিলিয়ে গেছে। কি আছে মোনালিসার ঠোটে? লিওনার্দো কিভাবে মোনালিসার মুখে এই রহস্যময় অভিব্যক্তি তুলে দিয়েছিলেন? অন্য কোন শিল্পীরা তা পারেননি কেন? আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনেকেই এর কারণ হিসাবে ফুমাটো কৌশলকেই দায়ী করেছেন।

হার্ভাডের নিউরো সায়েন্টিষ্ট ডঃ মার্গারেট লিভিংস্টোন (Margaret Livingstone) এর মতে এর আরো শক্তিশালী অন্য একটা ব্যাখ্যা আছে। তার মতে মোনালিসার হাসি ক্ষণে ক্ষণে আসা যাওয়ার জন্য তার দুর্বোধ্য অভিব্যক্তি মোটেই দায়ী নয়। বরং মানুষের দর্শনেন্দ্রিয় যেভাবে ডিজাইন করা তাই এর মুখ্য কারণ।

বিশ্বজগতকে দেখার জন্য মানব চোখের সুস্পষ্ট দু'টো আলাদা এলাকা রয়েছে। কেন্দ্রীয় এলাকাকে বলা হয় ফোভিয়া। এখান দিয়েই মানুষ বর্ণ দেখতে পায়, অক্ষর পড়তে পারে এবং খুঁটিনাটি সবকিছুকে আত্মস্থ করতে পারে। ফোভিয়ার চারপাশের এলাকা যাকে বলা হয় পেরিফেরাল, তা দিয়ে মানুষ সাদা-কালো, গতি এবং ছায়া দেখে থাকে।

মানুষ যখন অন্য কারো মুখের দিকে তাকায় তখন বেশিরভাগ সময়ই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে সেই ব্যক্তির চোখের দিকে। কাজেই ডঃ লিভিংস্টোনের মতে যখন কোন ব্যক্তির দৃষ্টি কেন্দ্রিভূত হয় মোনালিসার চোখের উপর তখন তার তুলনামুলকভাবে কম নির্ভুল প্রান্তিক দৃষ্টি এসে পড়ে মুখের উপর। যেহেতু প্রান্তিক দৃষ্টি খুঁটিনাটির বিষয়ে মোটেই আগ্রহী নয়, কাজেই স্বাভাবিকভাবে তার কাছে ধরা পড়ে মোনালিসার চোয়ালের হাড়ের ছায়াগুলো।

এই ছায়াই হাসির রূপ নেয়। কিন্তু যখনই দর্শকের চোখ সরাসরি মোনালিসার মুখের উপর পড়ে, তার কেন্দ্রীয় দৃষ্টি ছায়াকে আর দেখে না। ডঃ লিভিংস্টোনের মতে মোনালিসার মুখের দিকে তাকিয়ে কখনোওই তার হাসি দেখতে পাওয়া যাবে না। ক্ষণে ক্ষণে হাসির আসা যাওয়া ঘটতে থাকে কারণ মানুষ তাদের দৃষ্টি মোনলিসার মুখের বিভিন্ন যায়গায় সরাতে থাকে বলে। মোনালিসার মধ্যে রসিকতা করার একধরনের সকৌতুক প্রবনতা আছে। যখন আপনি অন্য দিকে তাকিয়ে থাকবেন তখন সে আপনার পিছনে হাসবে। আর আপনি তার দিকে তাকানোর সাথে সাথেই সে তার হাসি বন্ধ করে দেবে।

অভিনেত্রী জিনা ডেভিসের মধ্যে মোনালিসা এফেক্ট আছে। সবসময় মনে হয় হাসি যেন ঝুলে আছে ঠোটে। এমনকি যখন হাসেন না তখনও মনে হয় হাসছেন। ডঃ লিভিংস্টোনের মতে, যেহেতু জিনা ডেভিসের চোয়ালের হাড় খুবই দৃশ্যমান সেকারনেই এরকম মনে হয়।

মোনালিসার রহস্যময় হাসির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সত্ত্বেও এর নান্দনিক রূপের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ডঃ লিভিংস্টোন। কাজেই এই রহস্যটুকুকে হরণ করে এর প্রতি মানুষের আগ্রহকে কেড়ে নিতে চাননি তিনি।

> 'আমি চাই না লিওনার্দোর রহস্যটুকু কেড়ে নিতে। অসাধারণ প্রতিভাবান এই শিল্পী জীবন থেকেই এই রহস্যটুকু নিয়েছিলেন, কিন্তু কেউই তা খেয়াল করেননি। আমাদের পাঁচশ' বছর লেগেছে তা উদ্ধার করতে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কেন অন্য শিল্পীরা এটা নকল করতে পারেননি। মোনালিসার খুব ভাল নকল করতে হলে যা করতে হবে তা হচ্ছে আঁকার সময় এর মুখের থেকে অন্যদিকে তাকিয়ে নিতে হবে। এতো সহজ জিনিষটা অন্যেরা যে কেন পারেনি সেটাও এক রহস্য।'[5]

সুখী মোনালিসা

আবেগ চিহ্নিতকরন সফটওয়ার ব্যবহার করে ইউনিভার্সিটি অব আমস্টারডামের কম্পিউটারে মোনালিসাকে বিশ্লেষন করা হয়েছে। এই বিশ্লেষনে দেখা গেছে যে মোনালিসা ৮৩ শতাংশ আনন্দিত, ৯ শতাংশ বিরক্ত, ৬ শতাংশ আতংকিত এবং ২ শতাংশ ক্রোধান্বিত। আবেগ বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে কম্পিউটার সফটওয়ারটি ঠোটের বক্রতা, চোখের চারপাশের কুঞ্চনকে বিবেচনায় নিয়ে থাকে।

যতটা না সিরিয়াস গবেষনা, তার চেয়ে অনেক বেশি মজা হিসেবেই আমস্টারডামের গবেষকরা এই পরীক্ষাটি করেছিলেন। ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় এর সহযোগিতায় নির্মিত আবেগ চিহ্নিতকরন এই সফটওয়ার এর মাধ্যমে মোনালিসার আবেগকে চিহ্নিত করার জন্য প্রথমে মোনালিসাকে স্ক্যান করা হয়। গবেষনার সাথে জড়িত প্রফেসর হ্যারো স্টকম্যান (Harro Stokman) বলেন যে, গবেষকরা জানেন যে এই গবেষনা খুব একটা বৈজ্ঞানিক নয়, কেননা এই সফটয়ার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে ধরতে অক্ষম। অনেকেই মোনালিসার চোখের যৌন ইঙ্গিত বা তাচ্ছিল্য খুঁজে পান তা সনাক্ত করতে পারেনি এই সফটওয়ার। এছাড়া এই সফটয়ার শুধুমাত্র ডিজিটাল ফিল্ম বা ইমেজকেই শুধুমাত্র ব্যবহার করতে পারে, এবং ব্যক্তির বর্তমান আবেগকে সঠিকভাবে সনাক্ত করার জন্য প্রাথমিকভাবে তার নিরপেক্ষ আবেগশুন্য অবস্থার ছবি প্রয়োজন হয়। মুখ্য গবেষক নিকু সেবে (Nicu Sebe) এই চ্যালেঞ্জকে সিরিয়াসলি নেন এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বংশোদ্ভূত দশ জন মেয়ের মুখচ্ছবিকে ব্যবহার করে তিনি নিরপেক্ষ অভিব্যক্তির একটি ইমেজ তৈরি করেন। তারপর তিনি এই ইমেজকে মোনালিসার মুখের সাথে তুলনা করে ছয়টি আবেগ আনন্দিত,

বিস্মিত, ক্রোধান্বিত, বিরক্ত, আতঙ্কিত এবং বিষাদগ্রস্থে ভাগ করেন। এই সফটওয়ার কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে স্টকম্যান বলেন,

> 'মূলতঃ এটা মাকড়শার জালকে মুখের উপর ফেলে ছোট ছোট খন্ডে ভাগ করে ফেলার মত। তারপর আপনি পুংখানুপুংখভাবে নাকের স্ফিতি বা চোখের চারপাশের বলিরেখাগুলোর পার্থক্যকে বিশ্লেষন করবেন এর আবেগকে চিহ্নিত করার জন্য।'[6]

এই গবেষনার সঙ্গে জড়িত নন এমন বায়োমেট্রিক্সরা বলেন যদিও এটাই মোনালিসার জন্য শেষ কথা নয় তথাপি এই গবেষনার ফলাফল যথেষ্ট আগ্রহ উদ্দীপক। ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর আইডেন্টিফিকেশন টেকনোলজীর ডিরেক্টর ল্যারী হোরনাক (Larry Hornak) বলেন যে,

> 'মুখচ্ছবি সনাক্তকরন টেকনোলজীর দ্রুতগতিতে উন্নতি হচ্ছে। তা সত্ত্বেও আবেগ সনাক্তকরন এখনো আতুরঘরেই পড়ে আছে। তবে মনে হচ্ছে ছোট হলেও তারা একটি ডাটা সেটকে ব্যবহার করেছেন। নতুন ক্ষেত্র হিসাবে এই কাজ খুব একটা ফেলে দেওয়ার মতোও নয়। গবেষনার ফলাফল যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক। জনগণের আগ্রহের বিষয়গুলোতে টেকনোলজীর ব্যবহার সবসময়ই মজাদার, এবং মাঝে মাঝে আপনি খুবই অসাধারণ ফলাফলও পেয়ে যেতে পারেন।'[7]

স্যান জোস বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেট্রিক্স গবেষক জিম ওয়েম্যান (Jim Wayman) হোরনাকের সাথে একমত পোষন করে বলেন যে,

> 'এটা একধরনের ভেল্কিবাজি, সিরিয়াস কোন বিজ্ঞান নয়। কিন্তু মজা হিসাবে এটা দারুন এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এতে কারোতো কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে না।'[8]

হাসির অন্তরালের নারী

মোনালিসার প্রকৃত ইতিহাস এর রহস্যময় হাসির মতোই রহস্যের চাদরে মোড়া। এই প্রতিকৃতির সবচেয়ে পুরনো বর্ণনা পাওয়া যায় গিওর্গিও ভাসারির লেখায়। ভাসারি যদিও মোনালিসা নিয়ে দারুনভাবে উচ্ছ্বসিত ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে তিনি কখনোই মোনালিসাকে স্বচক্ষে দেখেননি। কারণ তিনি যখন দা ভিঞ্চির জীবনি লেখেন তখন মোনালিসা ছিল ফ্রান্সে। অবশ্য ভাসারি লিওনার্দোর শিষ্য এবং পরবর্তীতে তার সমস্ত শিল্পকর্মের উত্তরাধিকারী ফ্রান্সেসকো মেলজির সাথে সাক্ষাৎ করেন। মেলজিই তাকে মোনালিসা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য উপাত্ত দিয়ে সাহায্য করেন।

ভাসারি তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, লিসা ছিলেন ফ্লোরেনসের অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী রেশম ব্যবসায়ী ফ্রান্সেসকো ডেল গিওকন্ডোর চতুর্থ স্ত্রী। প্রতিকৃতিটি আঁকা প্রায় শেষ হওয়ার সময়ে লিসার বয়স ছিল ছাব্বিশ বা সাতাশ। এক সন্তানের জননী ছিল সে। অবশ্য তার সেই সন্তান জন্মের পর পরই মারা যায়। লিওনার্দো তার এই প্রতিকৃতিটির কোন নামকরন করেন নাই। যেহেতু লিসা ছিল গিওকন্ডোর স্ত্রী, সে কারণে ইটালীতে এই চিত্রকর্মকে ডাকা হয় লা গিওকন্ডো নামে। ইংরেজী ভাষাভাষী অঞ্চলে লিসার নামে ছবিটির নাম হয়ে যায় মোনালিসা। ইটালিয়ান ভাষায় মোনা হচ্ছে সম্মানসূচক পদবি। অনেকটা ম্যাডামের মত। আর এ কারণেই এই প্রতিকৃতিকে মোনালিসা নামে ডাকা হয়ে থাকে।

ভাসারি আরো উল্লেখ করেছেন যে, ছবি আঁকার সময় মোনালিসার মনোরঞ্জনের জন্য লিওনার্দো ভাড়া করা লোকজন দিয়ে গানবাজনার ব্যবস্থা করে ছিলেন।[9] এমনকি তাকে হাসিখুশি এবং উৎফুল্ল রাখার জন্য পেশাদার ভাঁড়েরও ব্যবস্থা ছিল। অনেকে অবশ্য মনে করেন যে, মোনালিসার হাসি লিওনার্দোর একধরনের তামাশা ছাড়া আর কিছু নয়। ইটালীতে গিওকন্ডো শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে, উৎফুল্ল, উল্লসিত, আনন্দিত। লিওনার্দো হয়তো তার নামকেই কৌতুকের আকারে হাসির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এ ধরনের কৌতুকের প্রতি ভিঞ্চির যে বেশ অনুরাগ ছিল তা ইতিহাসই প্রমান দেয়।

ভাসারির সুস্পষ্ট বর্ণনা সত্ত্বেও শত শত বছর ধরে প্রায় ডজন খানেক নারী আলোচনায় উঠে এসেছে মোনালিসা হওয়ার দাবীদার হয়ে। কেউ কেউ আবার এই প্রতিকৃতিটিতে কোন মডেলই ব্যবহৃত হয়নি বলে মনে করেন। তাদের ধারণা লিওনার্দো কলপনা থেকে তার আদর্শ রমণীর ছবি এঁকেছেন।

বহুদিন আগে থেকে আবার বেশ কিছু সংখ্যক লোক দাবী করে আসছিলেন যে মোনালিসা ভিঞ্চিরই নিজস্ব চেহারার রমণীয় রূপ। এই ধারণাটির রহস্য উদঘাটনে গ্রাফিক আর্টিষ্ট লিলিয়ান শোয়ার্জ (Lillian Shcwartz) ১৯৯৮ সালে কম্পিউটার ভিত্তিক প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটান। শোয়ার্জ লিওনার্দোর নিজের আঁকা নিজেরই প্রতিকৃতি নিয়ে একে উলটে দেন এবং কম্পিউটার স্ক্রিনে মোনালিসার প্রতিকৃতি পাশাপাশি রেখে তুলনা করেন। তিনি দেখতে পান যে, মোনালিসা এবং লিওনার্দোর নাক, মুখ, কপাল, চোয়ালের হাড়, চোখ এবং ভ্রু সবকিছুই একেবারে সরলরেখায় অবস্থান করছে। লিলিয়ান এই বলে তার উপসংহার টানেন যে, লিওনার্দো নারী মডেল নিয়ে প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে এই মডেলকে আর না পাওয়া যাওয়াতে তিনি নিজের চেহারার রমণীয় রূপকেই ব্যবহার করেছিলেন।[10]

এডেলেইডের অপেশাদার শিল্প ঐতিহাসিক মেইক ভোগট-লুয়েরসেন (Maike Vogt-Luerssen) এর দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি মোনালিসার পরিচয় এবং সেই সাথে তার বিষন্নতা এবং রহস্যময় হাসির পিছনের কারণটি উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন।

রেঁনেসার সময়কার শিল্পকলার প্রতি সুগভীর প্রণয়ের কারণে মেইক তার এই গবেষনা প্রজেক্ট হাতে নেন, যার সূত্রপাত হয়েছিল জার্মানীতে। প্রায় সতের বছরের গবেষনার পর মেইক এই বিশ্বাসে উপনীত হন যে, মোনালিসা ফ্লোরেনসের ধনাঢ্য রেশম ব্যবসায়ীর স্ত্রী নন। বরং সে হচ্ছে লিওনার্দোর প্রেমাকাংখী মিলানের প্রাক্তন ডাচেস ইসাবেলা অব এ্যারাগন।

মেইকের এই গবেষনার ফলাফল জার্মানীতে Who is Mona Lisa? In Search of Her Identity নামে গ্রন্থাকারে বের হয়েছে।

মেইক বলেন যে, মোনালিসার পরিচয়ের সূত্র মোনালিসা চিত্রকর্মসহ সেই সময়কার অন্যান্য চিত্রকর্ম, ডায়েরি এবং তৎকালীন সরকারী ও বেসরকারী রেকর্ডের মধ্যেই লুকিয়ে আছে।

ফ্যাকাশে হাসি এবং মোনালিসার সারা শরীরের গহনার অনুপস্থিতি ছাড়াও তার পরনে রয়েছে গভীর শোকের পোশাক। মোনালিসাকে যে বছর আঁকা হয় তার আগের বছরই ইসাবেলার মা মারা যায়। সেই সময় ডাচেসের বয়স ছিল মাত্র সতের বছর এবং সে ছিল সুদর্শন কিন্তু অসৎ চরিত্রে অধিকারী ডিউক অব মিলান গিয়ান গালিয়াজো II মারিয়া ফোরজার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী।

মোনালিসার সাদাসিধা বাদামী পোশাকের দৃশ্যমান উর্ধাংশ হচ্ছে ফোরজা পরিবারের প্রতীক এবং এর নীচের সংযুক্ত গিটসমূহ এবং সূতাগুলো ভিসকন্টি এবং ফোরজা পরিবারের বন্ধনকে প্রতিনিধিত্ব করছে। মেইক উল্লেখ করেন যে, এই প্রতীকের কারণে মোনালিসা হতে পারে এমন মহিলার সংখ্যা মাত্র আটজন এ সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। তিনি সংশ্লিষ্ট মহিলাদের বেশ কিছু প্রতিকৃতি চিহ্নিত করেন। এদের মধ্যে রয়েছে ক্যাটরিনা ফোরজা, যার চুল ছিল হালকা লাল রং এর, ইসাবেলার শ্বাশুড়ী বোনা অব স্যাভয় এবং ইসাবেলার ননদ এ্যানা-মারিয়া, এঞ্জেলা, ইপোলিটা, বিয়ানকা, এমপ্রেস এবং বিট্রিসা। বলা বাহুল্য এদের কারো সাথেই মোনালিসার চেহারার মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। কাজেই, খুব স্বাভাবিকভাবেই মোনালিসা হওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র দাবীদার হয়ে পড়ে ইসাবেলা।

মেইকের ধারণা যে তিনি মোনালিসার বিষন্নতা এবং উৎফুল্লতার পিছনের কারণও বের করতে পেরেছেন।

কেন মোনালিসা এতো বিষন্ন? ১৪৮৮ সালের শেষের দিকে ইসাবেলা যখন মিলানে আসে তখনই তার বিয়ে হয় ডিউক অব মিলানের সাথে। কিন্তু তাদের বৈবাহিক জীবনে বড় ধরনের সমস্যা ছিল। তার স্বামী ছিল মদ্যপ, নপুংসক এবং স্ত্রী নির্যাতনকারী।

মেইক বলেন যে,

> ‘সেই সময়কার ডায়েরি লেখকেরা ডাচেস অব মিলান নামের চমৎকার এক রমণীর দুঃখগাথা লিখে গেছে, যে তার মদ্যপ স্বামীর হাতে প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হয়ে কাঁদতো। কিন্তু সেই রমণী ছিল দা ভিঞ্চির ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা সম্ভবত তার চেয়েও বেশি কিছু। সে কারণেই অসংখ্য আগ্রহী ক্রেতা থাকা সত্ত্বেও ভিঞ্চি তার মোনালিসাকে হাতছাড়া করেননি কিছুতেই। এটা ছিল প্রেমের গল্প। কিন্তু খুবই দুরূহ প্রেমের গল্প। ইসাবেলা ছিলেন সমাজের অতি উচ্চ পর্যায়ের এবং শক্তিশালী অবস্থানের অংশ। অন্যদিকে ভিঞ্চি ছিলেন নেহায়েতই এক শিল্পী। তখনকার সমাজ এ ধরনের অসম সামাজিক অবস্থানের প্রেমকে মেনে নেওয়ার মতো অবস্থায় ছিল না।’[11]

ফ্লোরেনসের রেশম ব্যবসায়ীর স্ত্রী লা গিওকন্ডো মোনালিসা ছিলেন এই ব্যাপক স্বীকৃত ধারণাকে প্রত্যাখান করেছেন মেইক। তার মতে, গিওর্গি ভাসারির লিখিত বর্ণনার উপর ভিত্তি করে এটা ছিল ল্যুভর মিউজিয়ামের নিজস্ব অনুমান মাত্র। মেইকের নিজের ভাষায়,

> ‘তারা জানতো না মোনালিসা কে। কাজেই প্রথম যে বর্ণনা তারা পেয়েছে সেটাকেই তারা গ্রহন করে নিয়েছে। এই বর্ণনা সাদামাটাভাবে মোনালিসার সাথে খাপও খেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে আসলে তা খাপ খায় নি। ল্যুভর যা কিছু বলেছে তার সব কিছুই অপ্রমানিত এবং শুরু থেকেই বেশ কিছু শিল্প ঐতিহাসিকেরা এর বিরোধিতা করে এসেছেন। মোনালিসা এবং ভাসারির বর্ণনাকৃত লা গিওকন্ডোর প্রতিকৃতির বর্ণনার মধ্যে গড়মিল রয়েছে।’[12]

মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র লেকচারার ক্রিস মার্শালদের মত শিল্প সমঝদারেরা অবশ্য মেইকের গবেষনা কর্মের সাথে একেবারেই পরিচিত নন এবং তার দৃষ্টিভঙ্গির সাথেও মোটেই একমত নন। ডঃ মার্শাল বলেন যে,

> ‘যেহেতু ভাসারি তার সমৃতির উপর নির্ভর করে ষষ্টদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মোনালিসার বর্ণনা লিখেছেন, সে কারণেই লা গিওকন্ডো তত্ত্ব এখনো চালু রয়েছে।’[13]

পাঁচ সন্তানের জননী

গুইসেপ পালান্টি নামের ফ্লোরেনসের একজন শিক্ষক শহরের আর্কাইভগুলোতে দীর্ঘ পঁচিশ বছর গবেষনার পর সুস্পষ্ট প্রমান খুঁজে পান যে লিওনার্দোর পরিবার এবং রেশম ব্যবসায়ী ফ্রান্সেসকো গিওকন্ডোর পরিবার ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল।[14]

ভাসারির যে দাবি করেছিলেন মোনালিসা হচ্ছে গিওকন্ডোর স্ত্রী, সে বিষয়ে পালান্টির মনে কোন সন্দেহ নেই। কেননা ভাসারি ব্যক্তিগতভাবে গিওকন্ডো পরিবারের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। লিসার বয়স যখন চব্বিশ তখন এই প্রতিকৃতিটি আঁকা হয় এবং খুব সম্ভবত লিওনার্দোর বাবাই তাকে এই কাজটি জুটিয়ে দিয়েছিল। এ ধরনের কাজ লিওনার্দোর বাবা আগেও অন্তত একবার করেছিলেন বলে প্রমান পাওয়া যায়। টাকা পয়সার ব্যাপারে লিওনার্দো এতোই অগোছালো ছিল যে তার বাবাকে এ ধরনের সাহায্যের হাত মাঝে মাঝেই বাড়িয়ে দিতে হয়েছিল।

পালান্টির ভাষ্য অনুযায়ী লিসা পাঁচ সন্তানের জননী ছিলেন। লিসা এবং ফ্রান্সেসকো দম্পতির পাঁচ সন্তানের মধ্যে চার সন্তানেরই জন্মের রেকর্ড উদ্ধার করেছিলেন তিনি। পালান্টি তার গবেষনার ফলাফল ছোট্ট একটি বইয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

মোনালিসা কে তার রহস্য উদ্ধার করার জন্য অন্যান্য পন্ডিত এবং গবেষকেরা পালান্টির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। রিকার্ডো নেনচিনি (Ricardo Nencini) বলেন যে,

> ‘এই গবেষনা হয়তো সম্পুর্ন সন্দেহমুক্তভাবে প্রমান করতে পারবে না যে লিসা এবং মোনালিসা একই রমণী। কিন্তু যে ধরনের তথ্য প্রমান হাজির করা হয়েছে তাতে এরা যে একই নারী তা প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছে।’[15]

অপহৃত মোনালিসা

১৯১১ সালের একুশে অগাষ্ট সোমবার বিশ্ববিখ্যাত এই শিল্পকর্ম ল্যুভর মিউজিয়াম থেকে চুরি হয়ে যায়। ওই দিন সকালে মিউজিয়ামের কর্মচারীরা আবিস্কার করে যে মোনালিসা তার নিজের জায়গায় নেই। কিন্তু কর্মচারীরা ভেবে নেয় যে, মোনালিসাকে বোধহয় মিউজিয়ামের অফিসিয়াল ফটোগ্রাফার তার অফিসে নিয়ে গেছে এর ফটো তোলার জন্য।

মঙ্গলবারের মধ্যে যখন ছবিটি স্বস্থানে ফিরে এলো না এবং জানা গেল যে সেটা ফটোগ্রাফারের অফিসেও নেই, তখনই তা মিউজিয়াম কর্মকর্তাদের জানানো হয়। তাৎক্ষনিকভাবেই পুলিশকেও খবর দেওয়া হয় এবং তারা কিউরেটরের অফিসে হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে সারা মিউজিয়ামের সর্বত্র ব্যাপক অনুসন্ধান চালায়। কিন্তু কোথাও মোনালিসার হদিস পাওয়া গেল না।

সংবাদপত্রে মোনালিসা চুরির ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার পর ফরাসী পত্রপত্রিকাগুলো চুরির বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে হাজির হয়। এক সংবাদপত্র দাবী করে যে, একজন আমেরিকান সংগ্রাহক এই চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে। এবং এর নিখুঁত নকল করার পর নকল ছবিটি একসময় মিউজিয়ামে ফেরত পাঠানো হবে। অন্য এক সংবাদপত্র বলে যে, পুরো ঘটনাটাই আসলে ধোঁকাবাজি। কত সহজে ল্যুভর থেকে ছবি চুরি করা যায় তা দেখানোই হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য।

চুরির রহস্য উদ্ধার করার জন্য কর্মচারীসহ আশেপাশে বসবাসকারী অসংখ্য লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বয়স হচ্ছে পুলিশ বিখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসোকেও এই চুরির বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। পিকাসো এর আগে তার এক বন্ধু পিয়েরের কাছ থেকে দু'টি চোরাই প্রস্তরের ভাস্কর্য কিনেছিলেন। মোনালিসা চুরি হওয়ার কয়েকমাস আগে পিয়েরে ওই ভাস্কর্য দু'টো ল্যুভর থেকে চুরি করেছিল। পিকাসো ভেবেছিল যে তার এই গুনধর বন্ধুটিই হয়তো মোনালিসাকেও চুরি করেছে।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা এবং ইমেজ হারানোর ভয়ে পিকাসো ভাস্কর্য দু'টো মিউজিয়ামে ফেরত দেওওয়ার জন্য স্থানীয় এক পত্রিকা অফিসে হস্তান্তর করেন। তার নাম প্রচারিত হোক এটা পিকাসো চাননি। কিন্তু কেউ একজন এই ঘটনা পুলিশ ফাঁস করে দেয়। তদন্তের পর অবশ্য পুলিশ নিশ্চিত হয় যে পিকাসো মোনালিসা চুরির বিষয়ে কিছুই জানতেন না।
সৌভাগ্যক্রমে চুরি যাওয়ার সাতাশ মাস পরে মোনালিসাকে উদ্ধার করা হয়। ভিনসেনজো পেরুজিয়া নামের একজন ইতালিয়ান মোনালিসাকে এক লাখ ডলারের বিনিময়ে ফ্লোরেনসের উফিজি গ্যালারীতে বিক্রি করার চেষ্টা করেছিল। পেরুজিয়া অবশ্য দাবী করে যে, টাকা নয় বরং দেশপ্রেমের কারণেই সে মোনালিসাকে চুরি করেছিল। একজন বিখ্যাত ইতালীয় শিল্পীর বিশ্বখ্যাত শিল্পকর্ম ফ্রান্সে থাকবে এটা সে মেনে নিতে পারে নি।

ত্রিমাত্রিক বিশ্লেষন

মোনালিসার গঠনবিন্যাস, স্টাইল এবং কিভাবে আরো ভালভাবে সংরক্ষন করা যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য ন্যাশনাল রিসার্চ কাউনসিলের (NRC) সৌভাগ্য হয়েছিল এই প্রতিকৃতিকে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার। অত্যাধুনিক কলাকৌশলের মাধ্যমে অত্যন্ত ব্যয়বহুল এই গবেষনায় NRC গবেষনা দল মোনালিসাকে স্ক্যান করে বিপুল সংখ্যক ডাটা সংগ্রহ করেন বিশ্লেষন করার জন্য।

ল্যুভরের পেইন্টিং ডিপার্টমেন্টের অনুরোধে Centre de recherche et de restauration des musees de France (C2RMF) মোনালিসার উপর গবেষনা কাজ নেয়। এই গবেষনা ছিল কোন পেইন্টিং এর উপর নেয়া এখন পর্যন্ত সব চেয়ে ব্যয়বহুল গবেষনা। মডেলিং টেকনোলজী এবং থ্রি ডি (ত্রিমাত্রিক) ইমেজিং এর উপর ব্যাপক জ্ঞান এবং দক্ষতার কারণে এই

প্রজেক্টের অংশ হিসাবে C2RMF ক্যানাডা ভিত্তিক গবেষনা প্রতিষ্ঠান NRC এর থ্রি ডি বিজ্ঞানীদের একটি দলকে আমন্ত্রন জানায় গবেষনায় অংশ নেওয়ার জন্য।

এই গবেষনায় এনআরসি-র ভূমিকা ছিল মোনালিসার সম্মুখ এবং পশ্চাৎ দুইভাগই স্ক্যান করার মাধ্যমে প্রতিকৃতিটির সংরক্ষনযোগ্য একটি উচ্চ রেজুলিশন সম্পন্ন ত্রিমাত্রিক মডেল তৈরি করা। ত্রিমাত্রিক এই মডেল ব্যবহার করা হয়েছিল তিনটি কাজেঃ

- পপলার প্যানেলের আকৃতির কতখানি বিকৃতি ঘটেছে তা সনাক্ত করা।
- ছবিটির সম্মুখ অংশের বৈশিষ্টসমূহ, রং এর বিভিন্ন স্তর, প্যানেল এবং প্রতিকৃতিটির উপরিভাগের চিড় বা ফাটলকে পরীক্ষা করা
- ছবিটির সংরক্ষনের ব্যবস্থা এবং ভিঞ্চির ছবি আঁকার কৌশল বিশেষত ফুমাটো কৌশলকে বুঝতে সহায়তা করা।

প্যারিসে যাওয়ার আগে NRC টিমের সদস্যরা স্ক্যানিং প্রক্রিয়ার অনুপুঙ্খ সিম্যুলেশন পরীক্ষা করেন। মোনালিসাকে তার পরিবেশ সংরক্ষন চেম্বার থেকে বছরে মাত্র একবার এক রাতের জন্য পরীক্ষা করার জন্য বের করা হয়। NRC গবেষকরা ২০০৪ সালের ১৮ থেকে ২০শে অক্টোবারের মধ্যে দু'টি মহামুল্যবান রাত পেয়েছিলেন মোনালিসার সামনের, পিছনের এবং পার্শ্বের অংশের ত্রিমাত্রিক স্ক্যানের জন্য।

NRC টিম এই প্রজেক্টের জন্য একটি বহনযোগ্য ত্রিমাত্রিক রঙ্গিন লেজার স্ক্যানার তৈরি করেছিলেন। মে মাসে C2RMF এ রেঁনোর (Renoir) আঁকা বেশ কিছু ছবি স্ক্যানের মাধ্যমে এই বহনযোগ্য স্ক্যানারটি প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করা হয়। ত্রিমাত্রিক টেকনোলজী তৈরির নেতৃত্বদানকারী গবেষক ফ্রাঙ্কোয়েস ব্লেইস (Francois Blais) মোনালিসার ক্রমশ পরিবর্তনশীল রং এর অনুজ্জ্বলতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য নতুন এলগোরিদম এবং গানিতিক মডেল উদ্ভব করেন।

চিত্র ৩: এনআরসি বিজ্ঞানী মার্ক রিওক্স মোনালিসার ত্রিমাত্রিক ছবি বিশ্লেষন করছেন

ত্রিমাত্রিক মডেল নিখুঁতভাবে মোনালিসার প্যানেলের বেঁকে যাওয়ার পরিমানকে চিহ্নিত করে। মোনালিসাকে আঁকা হয়েছিল যে পপলার কাঠের প্যানেলে তার মধ্য ডান পাশে আশে পাশের এলাকার চেয়ে বারো মিলিমিটার উঁচু উত্তলাকৃতির বিকৃতি তৈরি হয়েছে। অবশ্য এই বিকৃতি এখন পর্যন্ত মোনালিসার হাসির জন্য হুমকি হয়ে দাড়ায় নি।

ত্রিমাত্রিক এই বিশ্লেষনের সবচেয়ে বড় পাওনা হচ্ছে লিওনার্দোর অংকন কৌশলের রহস্য উদ্ধার করতে পারা। লিওনার্দো তার এই অংকন কৌশলকে ফুমাটো বলতেন। ইতালিয়ানে যার অর্থ হচ্ছে ধোঁয়া। কিন্তু ধোঁয়ার মধ্যে সত্যকারের যা হারিয়ে গেছে তা হচ্ছে কিভাবে এই কৌশল মোনালিসাতে প্রয়োগ করেছিলেন ভিঞ্চি।

NRC-র হাই রেজুলেশন রঙ্গিন ত্রিমাত্রিক লেজার স্ক্যানিং টেকনোলজীতে মোনালিসাতে লিওনার্দোর তুলির আচড় সাগরের মৃদুমন্দ তরঙ্গের মতো এসেছে। এনআরসির গবেষক দলের সদস্য জন টেইলর (John Taylor) বলেন যে,

> ‘মোনালিসায় আমরা তুলির আচড়ের বিস্তৃত কোন চিহ্ন দেখতে পাই না। এটা খুবই হালকাভাবে আঁকা এবং খুবই মসৃন। কিন্তু তা সত্ত্বেও উদাহরনস্বরূপ বলা যায় যে কোঁকড়ানো চুলের ডিটেইলস প্রবলভাবে দৃশ্যমান। কাজেই বলা যায় যে আমরা যে ধরনের কৌশল আমরা আগে কখনো দেখিনি। এটা লিওনার্দোর সম্পুর্ন নিজস্ব স্বকীয়তা।’[16]

কিভাবে তাহলে ভিঞ্চি মোনালিসাকে একেছিলেন? টেইলর বলেন যে, যদিও ভাবা হয়ে থাকে যে ভিঞ্চি তার আঙ্গুলকে ব্রাশ হিসাবে ব্যবহা করেছিলেন, কিন্তু মোনালিসাতে সে ভাবে তার আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যায়নি , যেটা ভিঞ্চির অন্যান্য ছবিতে পাওয়া যায়। শিল্প বিশেষজ্ঞরা জানেন যে, গভীরতার পারসেপশন, আয়তন, ধরন এবং হালকা বা গাঢ়তা আনার জন্য ফুমাটো কৌশলে স্বচ্ছ রং এর স্তর একের পর এক প্রলেপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

ফ্রাঙ্কোয়েস ব্লেইস বলেন যে,

> ‘স্ক্যানিং এর মাধ্যমে আমরা দেখাতে সক্ষম হয়েছি যে, গাঢ় এলাকা যেমন চোখ অবশ্য মোটা রং এর স্তর দিয়ে গঠিত। যার মানে হচ্ছে এগুলো অসংখ্য পর্যায়ক্রমিক পাতলা স্বচ্ছ রং এর আস্তরনের সমন্বয়। তা সত্ত্বেও, রেঁনেসার এই বিস্ময়কর শিল্পী কিভাবে তার রং এর স্তর এবং তৈল মাধ্যমকে ব্যবহার করেছেন তা এখনো রহস্যই রয়ে গেছে।’[17]

বর্তমানে NRC-র গবেষকরা মোনালিসার নকল প্রতিকৃতিগুলো যেগুলো কাঠের উপর ফুমাটো কৌশলে আঁকা হয়েছে সেগুলোর উপর কাজ করছেন ত্রিমাত্রিক লেজার স্ক্যানিং এবং ছবির উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়া ভালভাবে বোঝার জন্য। আর এর মাধ্যমেই তারা আশা করছেন যে, একদিন ভিঞ্চির ফুমাটো রহস্যকে তারা ভেদ করতে পারবেন।

ত্রিমাত্রিক গবেষনার সাফল্য নিয়ে উচ্ছ্বসিত ব্লেইস এর সম্ভাবনা নিয়ে দারুনভাবে আশাবাদী। তিনি বলেন যে,

> 'আমরা যে ত্রিমাত্রিক ইমেজ পেয়েছি যা আসল মোনালিসার খুবই কাছাকাছির। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা একটা ডিজিটাল কপি মাত্র। আমরা এখন চিন্তা ভাবনা করা শুরু করেছি কিভাবে ভিজুয়ালাইজেশন এলগোরিদম তৈরি করা যায়, যা মোনালিসার চোখের উজ্জ্বল গভীরের অনুভূতিকে করায়ত্ত্ব এবং তা পুনঃনির্মান করতে পারবে।'[18]

অন্তঃসত্ত্বা মোনালিসা

মোনালিসার ত্রিমাত্রিক ছবি বিশ্লেষনকারি গবেষকরা বলেছেন যে, প্রতিকৃতি আঁকার সময় মোনালিসা হয় অন্তসত্ত্বা নতুবা সদ্য প্রসূতি ছিল। আর এ ধারণার মূল নিহিত রয়েছে মোনালিসার পোশাকের মধ্যে।[19]

স্ক্যান থেকে মোনালিসার কাঁধে মিহি সূতায় বোনা চমৎকার একটি আচ্ছাদনের অস্তিত্বের প্রমান পাওয়া গেছে। প্রখ্যাত ফরাসী মিউজিয়াম গবেষক মিশেল মেনু বলেন যে, এই ধরনের আচ্ছাদন রেঁনেসার সময়কালীন গর্ভবতী বা সদ্য প্রসূতি ইতালিয়ান মহিলারা ব্যবহার করতেন।

ছবিটি পুরনো হওয়ার সাথে সাথে এই আচ্ছাদন গাঢ় বর্ণ ধারণ করেছে। ঘন কালো বার্নিশের কারণে মোনালিসা কি রং এর পোশাক পরে ছিলেন তা বলা দুরূহ। এই রং কালো থেকে বাদামী এমনকি সবুজ বলেও কেউ কেউ অনুমান করেছেন। মোনালিসার কাঁধে বিছানো আচ্ছাদনকে কখনো কখনো চাদর বা স্কার্ফ হিসাবেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কিন্তু ইনফ্রা-রেড রিফ্লেক্টোগ্রাফি থেকে প্রাপ্ত ইমেজ ভিন্ন কাহিনীর বর্ণনা দেয়। এই স্বচ্ছ আছাদনকে বলা হয় গুয়ারনেলো। স্যান্ড্রো বটিসেলির (Sandro Botticelli) আঁকা পেটের উপর হাত বিছিয়ে রাখা গর্ভবতী মহিলার 'Portrait of a Lady'-র আচ্ছাদনের সাথে এর আবিকল মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রতিদিন মোনালিসাকে নিয়ে লেখা অসংখ্য কবিতা আর প্রেমপত্রে ছেয়ে যায় ল্যুভর মিউজিয়াম। বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো মোনালিসা প্রেমিরা ভিড় জমায় ল্যুভরে শুধুমাত্র মোনালিসাকে এক নজর দেখার জন্য, তার সাথে একটা ছবি তোলার জন্য। চিত্রকলার ইতিহাসে এতো আলোচিত এবং সমালোচিত চিত্রকর্ম আর হয়নি। রেঁনেসার মতই চিত্রকলার জগতেও বিপ্লব বয়ে এনেছিল রেঁনেসার সময়কালীন এই প্রতিকৃতি। মোনালিসার চেহারা আজ সারাবিশ্বে সুপরিচিত। বিশ্বের বিভিন্ন মিউজিয়াম থেকে শুরু করে, মদের, বোতল বিলবোর্ড হেন কোন জায়গা নেই যেখানে মোনালিসাকে ব্যবহার করা হয়নি। যুগেযুগে এই চিত্রকর্ম প্রভাবিত করেছে নবীন শিল্পীদের, আগ্রহী করে তুলেছে চিত্রকলার শৈল্পিক ভূবনে। কুজিন বলেন যে,

> 'মোনালিসার পরবর্তী সময়ের প্রতিকৃতির সম্পূর্ণ ইতিহাসই মোনালিসার উপর নির্ভর করেছে। শুধু ইতালীয় রেঁনেসাকালীন প্রতিকৃতিসমূহই নয়, সপ্তদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পিকাসো থেকে শুরু করে প্রত্যেক শিল্পীই মোনালিসা দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। পাশ্চাত্যের সকল প্রতিকৃতি চিত্রকলারই শেকড় হচ্ছে মোনালিসা।'[20]

ক্যালগারি, ক্যানাডা
farid300@gmail.com

Reference:

1. Mary Rose Storey, *Mona Lisa*. New York, Harry N. Abrams, 1980.
2. http://www.pbs.org/treasuresoftheworld/a_nav/mona_nav/mnav_level_1/3technique_monafrm.html
3. Giorgio Vasari, *Lives of Painters, Sculptors and Architects*. London: J.M. Dent & Sons, 1963.
4. http://www.pbs.org/treasuresoftheworld/a_nav/mona_nav/mnav_level_1/3technique_monafrm.html
5. http://www.sfgate.com/cgibin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2000/11/27/MN127339.DTL
6. http://www.livescience.com/history/ap_051215_mona_lisa.html
7. Ibid
8. Ibid
9. Giorgio Vasari, *Lives of Painters, Sculptors and Architects*. London: J.M. Dent & Sons, 1963.
10. Stuart A. Kallen and P.M. Boekhoff, The Importance of Leonardo Da Vinci. Lucent Books, 2000.

11. http://www.theage.com.au/articles/2004/06/24/1088046208817.html?from=storylhs
12. Ibid
13. Ibid
14. http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2004/08/01/wmona01.xml&sSheet=/news/2004/08/01/ixworld.html
15. Ibid
16. http://iit-iti.nrc-cnrc.gc.ca/projects-projets/monalisa-lajoconde_e.html
17. Ibid
18. Ibid
19. http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/5384822.stm
20. http://www.pbs.org/treasuresoftheworld/a_nav/mona_nav/mnav_level_1/3technique_monafrm.html